শ্রীশ্রীমার পত্রে উপদেশ ও অভয়বাণী

[ভক্তদেরকে লেখা চিঠিতে শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী বেশ কিছু উপদেশ ও অভয়বাণী দিয়েছেন যার মূল্য অপরিসীম। বিশেষ কিছু ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে লেখা বলেই শ্রীশ্রীমার সাধনোপযোগী এই কথাগুলির গুরুত্ব কোনমতেই হ্রাস পায় না। পত্রে সুরক্ষিত তাঁর বাণী একবিংশ শতাব্দীর ভক্তদের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য।

পত্রে শ্রীশ্রীমার মুখনিঃসৃত কথাগুলি সরাসরি স্থান পেয়েছে। তাই এই সূত্র স্মৃতিকথার তুলনায় অধিক প্রামাণ্য।

গুরুত্বপূর্ণ কথাই সাধারণতঃ পত্রে স্থান পায়। আমরা অনুমান করতে পারি শ্রীশ্রীমা এই সকল কথা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন বলেই পত্রে উল্লেখ করেছেন।

পত্রে প্রকাশিত শ্রীশ্রীমার উপদেশ ও অভয়বাণীর গভীর মনন ভক্তদের সঠিক পথনির্দেশ করবে - এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায়। শ্রীশ্রীমার পত্রাবলী থেকে উপদেশ ও অভয়বাণী চয়ন করে ভক্তদের সুবিধার্থে উপস্থাপন করা হল।]

* আমার এই ইচ্ছা যে যাহাতে তোমাদের ঠাকুরের প্রতি ভক্তি থাকে ও তিনি তোমাদিগকে দয়া শান্তি দান করেন তাহা হইলেই আমি আনন্দ লাভ করি।

* ঠাকুর বলিতেন স্মরণ-মনন। ডাকিবে তাহা হইলে পর সব রক্ষা পায় - এই মতই কার্য করিবে।

* তোমার বন্ধুগণকে আমার আশীর্বাদ দিও - যেন তাহাদের ঠাকুরের প্রতি ভক্তি থাকে।

* আমি তোমাকে এই আশীর্বাদ প্রদান করিলাম যে তোমাদের শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি অসীমা ভক্তির উদয় হয়। আমি এই জানাই যে তোমাদের ভক্তি হউক।

* আমি তোমাদিগকে এই আশীর্বাদ করি যেন তোমাদের অসীমা ভক্তি ভগবানের প্রতি থাকে - আমার এই প্রার্থনা। শ্রীশ্রীভগবান তোমাদের প্রতি দয়া করুন।

* আমি তোমাকে আশীর্বাদ করিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি তোমার ভক্তি হইবে - এই আমার প্রার্থনা। তোমার আর বুক দুর দুর করিবে না। তুমি শুদ্ধ মনে ভগবানকে ডাকিবে, তাহাতে তোমার কোন কষ্ট হইবে না আমি জানাইতেছি।

* আমার আশীর্বাদ জানাইবে যেন তাহাদের ধর্মে মতি হয়।

* সংসারের কাজ কর ও তাঁহাকে স্মরণ কর। তুমি বেশ মনের আনন্দে থাকিবে, কোন চিন্তা করিও না। সর্বদাই মনের আনন্দে থাকিবে ও তাঁহাকে মনে মনে ডাকিবে এবং তিনি সর্বদা তোমাকে রক্ষা করিবেন।

* আমি তোমায় আশীর্বাদ করি যেন তোমার অসীমা ভক্তির উদয় হয় - এই আমার প্রার্থনা। তুমি দীর্ঘজীবী হও ও নিত্য আনন্দে মগ্ন থাক।

* ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি স্থাপনা করিয়া ধ্যান ও পূজাদি নিত্য করিবে।

* তুমি ঠাকুরের কৃপাপাত্র। ঠাকুর তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন।

* ঠাকুরের ইচ্ছায় সকল পূর্ণ হইবেক।

* কোন ভয় নাই, তোমার ইষ্ট তোমাকে রক্ষা করিবেন।

* ঠাকুরের ধ্যান চিন্তা করিবে ও তাঁহাকে প্রার্থনা করিবে।

* তাঁর কৃপায় ক্রমে মন শুদ্ধ হবে। হঠাৎ কি কিছু হয় ! কত কত মুনি ঋষি আজীবন এত তপস্যা করেন, তাদেরই সময়ে সময়ে মন স্খলন হয়। সেই জন্য সাধন করিতে হয়। যে যত ভগবানের সাধন করিবে সে তত শীঘ্র শুদ্ধবস্তু লাভ করিবে। ব্যাকুল হইয়া কাঁদিলে তবে ত মন ভাল হয়। ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত সকলেই কি সমান হয়েছে ? সাধন চাই।

* তাঁর পাদপদ্মে তোমার মতি থাকুক আর তুমি ভাল থাক - এই আশীর্বাদ করিতেছি। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি তোমার মঙ্গল হউক, ভক্তি হউক, বেঁচে থাক।

* খুব করে ঠাকুরকে ডাকিতে থাক। তাঁর কৃপায় ক্রমে ক্রমে বন্ধন কাটবে। খুব করে তাঁর নাম জপ করিবে।

* বিবাহ করেছ তাতে কি ? রীতিমতে চলে যাবে। ঠাকুরের নামে ভরসা রাখিবে ও বধূকে ভাল পুস্তকাদি ও উপদেশ দিবে।

* মা কি কখনও ছেলেকে ভুলিতে পারে ? তবে ঠাকুর যেন তোমাদের ভাল করেন - এই আশীর্বাদ জানিবে ও সকলকে দিবে।

* ঠাকুরকে ডাক, তিনি সব ঠিক করে দিবেন। যে কর্তব্য ঘাড়ে পড়েছে তাহা ঠিকমত কর এবং তাঁহার উপর মন ফেলে রাখ।

* শরীর ধারণ করিলেই নানাপ্রকার দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। কি করবে জগতের এই-ই রীতি। মানুষ মনকে যতই জগতের এই সব ব্যাপার হতে তুলে নিয়ে ভগবানে লাগাতে পারে সে ততই শান্তি পায়। একমাত্র তাঁহার নামে ডুবিতে পারিলে শান্তি।

* মা, তুমি তাঁহার নিকটে মনের কথা জানাও। তিনিই তোমার সব করে দিবেন।

* প্রথমে নিজের ইষ্টমন্ত্র জপ করে পরে অন্য যাহা ইচ্ছা জপ ইত্যাদি করিতে পার। জপের সময়ের কোন বিধি নিষেধ নাই বটে, তবে সকাল সন্ধ্যাই হচ্ছে প্রশস্ত সময়।

* তোমার সকল সৎকার্যের সহায় তিনি নিজে। কাজেই তোমাদের আর ভয় ও অশান্তি কি ?

* জপ কমপক্ষে ১০৮ বার আর অতিরিক্ত যত করিতে পার ততই ভাল।

* যদি আমার ধ্যান করিতে তোমার বেশী ইচ্ছা হয় তবে তাহাই করিবে, কারণ আমি ও ঠাকুরের কোন পার্থক্য নাই। শুধু রূপের পার্থক্য। যিনি ঠাকুর তিনিই এই দেহে আছেন।

* তাহাকে আমি যাহা দিয়াছি তাহা জপ করিলেই সমস্ত হইবে। তাহার আর কিছুই করিতে হইবে না। কারণ যেই ঠাকুর, সেই আমি।

* ত্যাগ করিতে হইলে প্রথমে ভগবানের প্রতি কত ব্যাকুলতা আছে সেইটি দেখিতে হইবে। সে যদি নিজে মনে করে, তার মন ভগবান ব্যতীত আর কিছু চায় না, তবে ত্যাগ করা উচিৎ। নতুবা পরে ঐ বৈরাগ্য থাকে না।

* তাঁহার কাছে প্রার্থনা কর, তিনি তোমাকে কৃপা করিবেন। প্রত্যহ নিয়মিত ধ্যান করিবে। তাহা হইলে ক্রমশই আগাইয়া যাইবে। কখনও হতোদ্যম হইও না।

* তাঁকে ডাকবে, তিনিই তোমাদের ভক্তি দেবেন এবং রক্ষা করবেন।

* আমি আশীর্বাদ করি শ্রীশ্রীঠাকুর তোমার মন স্থির করিয়া দেন ও তাঁর চিন্তা করিয়া জীবন যাপন কর।

* তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম কর, তিনি তোমার সকল রিপুর মোড় ফিরাইয়া দিবেন।

* তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

* সর্বদা তাঁর নামে মনে [মজে] থাকিতে চেষ্টা করিবে। সংসারের সমস্ত জিনিষের মধ্যে তাঁকে দেখিতে চেষ্টা করিবে। জানিতে চেষ্টা করিবে ভালমন্দ সমস্তই তাঁর।

* মনের স্বভাবই এইরূপ। কখনও ভাল থাকে কখনও চঞ্চল হয়। এ জন্য লেগে পড়ে থাকতে হয়, অভ্যাসযোগ। ক্রমশঃ হয়। ভগবানকে প্রার্থনা করিবে।

* তুমি যে কোন অবস্থায় যে কোন প্রকারে এবং যে কোন সময়ে জপ, ধ্যান ইত্যাদি করিতে পার যাহাতে তোমার সুবিধা হইবে।

* তুমি নির্জনে সাধন-ভজন করিতেছ জানিয়া সুখী হইলাম। ঠাকুর তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করুন।

* আশীর্বাদ করিতেছি যেন তাঁর শ্রীচরণে তোমার অচলা ভক্তি থাকে।

* ধ্যান কাহারও সহজে হয় না। যখন মনের সকল বৃত্তি লয় হয় তখন মানুষের মন স্থির হয় এবং সেই সময় ধ্যান হয়। এখন তুমি যাহা পাইয়াছ তাহা জপ কর, ক্রমে তোমার মন স্থির হইবে ও ধ্যান হইবে। কিন্তু ইহাতে পূর্ণ বিশ্বাস রাখিবে।

* একমনে ভগবানকে ডাকিলে ঠাকুর দয়া করিয়া তোমার কৃতকার্য সাধন করিবেন।

* বইখানি আরও কয়েকবার পড়ে দেখো। দুই একবার পড়লে কিছুই বুঝতে পারবে না। যখন মন ভাল থাকবে তখন পড়বে তাহলে খুবই ভাল লাগবে। প্রতিকূল অবস্থায় মোটেই ভাল লাগবে না। কয়েকখানি ভাল ভাল ধর্ম-গ্রন্থ যদি পার ত সর্বদা কাছে রাখিবে। অবকাশমত সেগুলি পাঠ করিও ও সদা সর্বদা ভগবানের মূর্তি ধ্যান ও নাম জপ করিবে। যে মূর্তি তোমার ভাল লাগিবে সে মূর্তি ধ্যান করিবে। সাধুসঙ্গ সব সময় হয়ে উঠে না, সুতরাং সাধু জীবনী পাঠ করিবে। তাতে মন পবিত্র ও নির্মল হয়। আলস্যে কাল কাটাইও না, তাতে শরীর ও মন উভয়ই খারাপ হয়ে যায়। হাতে কাজ কর, মনে মনে ভগবানের নাম জপ কর। জপ করতে অনিচ্ছা হলে জোর করে জপ করবে। তাতে অনেকটা মন পবিত্র হবে, নিশ্চয়ই হবে, কোন চিন্তা নাই, ভগবানকে কেবলই ডাক। মন পবিত্র ও নির্মল ত ছার কথা, তাঁর কত দয়া তখন দেখবে।

* তুমি যে ঠাকুরকে রান্না করে ভোগ দিবে লিখেছ, তা বেশ ত - ভক্তেরা ভালবেসে যেভাবে ইচ্ছা খাওয়াইতে পারে। ঠাকুর ভক্তের হাতে রান্না খাবেন না ত কার হাতে খাবেন ?

* একমাত্র ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর উপায় নাই। তাঁহাকে সর্বদা ডাক, তাঁহার নিকট কাঁদ - তিনিই সমস্ত ঠিক করিয়া দিবেন। সংসারে এরূপ দুঃখ জ্বালা ভোগ করিতে হবেই। তবে তাঁহার নামে ডুবে যেতে পারলেই শান্তি।

* জগৎ কেবল কামিনী কাঞ্চনের খেলা - ইহারি ভিতর থেকে যেন মুখ গলিয়ে ঘাস খেতে হয়। তোমার যেমন সাধ্য সেইরূপই করিবে, বৃথা চিন্তায় মন খারাপ করিও না।

* শ্রীশ্রীঠাকুরকে ডাক, তিনিই সমস্ত মঙ্গল করিবেন।

* ভগবানকে ডাকিতে হইলে মাথার ঠিক রাখিতে হয়। সাংসারিক মায়িক সম্বন্ধের যা ঈশ্বরের জীব বলিয়া মনে করিতে হয়। তাহাদিগকেও ঈশ্বরই ত পাঠাইয়াছেন। আর তিনি বলিয়াছিলেন, আমার কাছে যে আসে সে কখনও পাগল হয় নাই। যাতে তোমার মনের শান্তি হয় আমি সদা সর্বদা শ্রীশ্রীগুরুদেবের কাছে প্রার্থনা করিতেছি।

* তিনি শ্রীমুখে বলেছেন, যে আন্তরিকভাবে একদিন তাঁহাকে ডাকবে, তিনি তাহাকে কৃপা করিবেন।

* ঠাকুরের কৃপায় তোমার মনের ময়লা দূর হইয়া যাইবে।

* মন হল মত্ত হস্তী। মনকে বিচার করে ফিরিয়ে আনবে, ঠাকুরকে ডাকবে।

* ঠাকুরকে ডাক। তাঁর কৃপায় ক্রমে সব হয়। পূর্বে মুনিঋষিরা কত যুগযুগান্ত ধরে তপস্যা করেছেন ত্যাগলাভের জন্য। তাই আবার তাদের কত কি বিঘ্ন হয়েছে। এখন তবু আমাদের ঠাকুর জ্বলন্ত রয়েছেন। তাই সকলের ঝা-ঝা করে ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে। এক মুহূর্তেই কি ফস করে হয় ?

* মনের স্বভাবই এইরূপ। কখনও ভাল থাকে, কখনও চঞ্চল হয়, অভ্যাস যোগ। ক্রমশঃ হয়। ভগবানকে প্রার্থনা করিবে।

* সংসারে থাকিতে গেলে মধ্যে মধ্যে অশান্তি আসে বটে। তা তোমাদের ভয় কি ? তোমরা তাঁর শরণাগত। ঠাকুর তোমার মঙ্গল করুন - এই আশীর্বাদ করি।

সঙ্কলন : ওঙ্কারনাথ চট্টোপাধ্যায়